লেকচার ৫

- পরিবেশ বিষয়ক দিবস
- পরিবেশ সম্মেলনসমূহ
- বেসরকারি পরিবেশ সংস্থাসমূহ
- পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা
- পরিবেশ বিষয়ক চুক্তি ও প্রটোকল

আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস

তারিখ	বিষয়	তারিখ	বিষয়
২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব জলাভূমি দিবস	১৭ জুন	বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস
৩ মার্চ	বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস	২১ জুন	বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক দিবস
১৪ মার্চ	আন্তর্জাতিক নদী রক্ষা দিবস	১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
২১ মার্চ	বিশ্ব বন দিবস	২৩৮ জুলাই	বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস	২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক ওজোনস্তর সংরক্ষণ দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	২২ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব গাড়ি মুক্ত দিবস
২২ মে	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
৩১ মে	বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস	৮ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস
৮ জুন	বিশ্ব সমুদ্র দিবস		

পরিবেশ সম্মেলন । Environmental Summits]

স্টকহোম সামিট (UNCHE)	➢ **পরিচয় :** বিশ্বের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন ➢ **সম্মেলনস্থল:** স্টকহোম, সুইডেন ➢ **তারিখ:** ০৫-১৬ জুন, ১৯৭২ ➢ **সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক নাম:** United Nations Conference on the Human Environment (পরিবেশ সম্মেলন) ➢ **গৃহীত কার্যক্রম :** (১) ৫ জুনকে পরিবেশ দিবস ঘোষণা। (২) কেনিয়ার নাইরোবিতে UNEP প্রতিষ্ঠা।
ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit)	➢ **পরিচয়:** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সম্মেলন । ➢ **পূর্ণ নাম:** United Naitons Conference on Environment and Development ➢ **অন্য নাম:** ধরিত্রী সম্মেলন / Earth Summit / Rio Conference ➢ **লক্ষ্য:** জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। ➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিল ➢ **অংশগ্রহণকারী:** ১৭৯টি দেশের প্রতিনিধি ➢ **তারিখ:** ৩-১৪ জুন, ১৯৯২ ➢ **গৃহীত কার্যক্রম:** Agenda 21 UNFCCC স্বাক্ষর। ➢ Agenda-21: ২১ শতকের পৃথিবীকে বিপর্যয়মুক্ত রাখাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে এজেন্ডা-২১। বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধ এজেন্ডা- ২১ এর অন্তর্ভুক্ত।
বিশেষ পরিবেশ সম্মেলন	➢ **অন্য নাম:** Earth Summit + ০৫/ধরিত্রী সম্মেলন + ০৫/ রিও + ০৫ ➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ➢ **তারিখ:** ২৩-২৭ জুন, ১৯৯৭ ➢ **লক্ষ্য:** ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন	➢ **পরিচয়:** বিশ্বের প্রথম টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন এবং দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন ➢ **আনুষ্ঠানিক নাম:** World Summit on Sustainable Development- WSSD ➢ **অন্য নাম:** Johannesburg Summit / Earth Summit + 10/ Rio + 10 ➢ **তারিখ:** ২৬ আগস্ট থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ ➢ **স্থান:** দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ **লক্ষ্য:** ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা **Note:** বর্তমানের প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য রিজার্ভ রাখাই টেকসই উন্নয়ন
রিও + ২০	➢ **পূর্ণ নাম:** United Nations Conference on Sustainable Development (দ্বিতীয়) ➢ **তারিখ:** ২০-২২ জুন, ২০১২ ➢ **স্থান:** রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিল ➢ **লক্ষ্যঃ** টেকসই উন্নয়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ

	➢ **গৃহীত কার্যক্রম:** "কী ভবিষ্যত আমরা চাই" শীর্ষক অঙ্গীকারপত্র গৃহীত হয়। ➢ **এই সম্মেলনের পর চালু হয়:** গ্রিন ইকোনমি।
Conference of the Parties (COP) :	➢ **পরিচয় :** জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন। ➢ **COP-01**: ১৯৯৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়। ➢ **অংশগ্রহণকারী দেশ:** UNFCCC ভুক্ত সকল দেশ।
COP : 15	➢ **পূর্ণ নাম:** United Nations Climate Change Conference ➢ **স্থান:** কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক । ➢ **তারিখ:** ৭ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯। ➢ **গৃহীত কার্যক্রম:** ক. তাপমাত্রা ২ ডিগ্রির নিচে রাখা খ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য Green Climate Fund গঠনের প্রস্তাব ।
	Note: পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সালে নিজস্ব তহবিলে Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করে । এটি বাংলাদেশে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন।
COP-21	➢ **পূর্ণ নাম:** United Nations Climate Change Conference ➢ **স্থান:** প্যারিস, ফ্রান্স । ➢ তারিখ:৩০ নভেম্বর-১২ ডিসেম্বর, ২০১৫। ➢ **অংশগ্রহণকারী পক্ষ:** ১৯৭টি (১৯৬টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন)। ➢ **গৃহীত কার্যক্রম:** ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল নিউইয়র্কে প্যারিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর। ➢ **প্যারিস এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে:** UNFCCC ভুক্ত ১৯৫টি দেশ। **সর্বজনীন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি-২০১৬** ⇒ **চুক্তির মূল বক্তব্য হলো:** বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। | গৃহীত | ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ | | চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় | ২২ এপ্রিল, ২০১৬ (উল্লেখ্য- ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস) | | চুক্তি কার্যকর | ৪ নভেম্বর ২০১৬ | | বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে | ২২ এপ্রিল, ২০১৬ | ⇒ **স্বাক্ষরিত হয় :** নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। ⇒ **প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ**- ফ্রান্স এবং সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী- ইরাক। ⇒ এটাকে বলা হচ্ছে - জলবায়ু সংক্রান্ত প্রথম সর্বজনীন চুক্তি । ⇒ **যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারিস চুক্তি:** | ১ জুন, ২০১৭ | ত্যাগের ঘোষণা দেয় | | ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | পুনরায় ফিরে আসে | প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে অনুসমর্থিত দেশ- ১৯৪টি। ⇒ **চুক্তি অনুযায়ী কাজ:** ⇒ উষ্ণতা ২ ডিগ্রির নিচে রাখা। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব সময়ের ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আসা । ⇒ প্রতি ৫ বছরে পক্ষসমূহকে পরিবেশ পদক্ষেপ বিশেষভাবে nationally determined contributions (NDCs) উপস্থাপন করতে হবে। ⇒ ২০৩০ সাল পর্যন্ত ০% কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধির রাখা গেলে বৈশ্বিক উষ্ণতা ৭০% কমানো সম্ভব হবে। ⇒ ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখা ।
COP - 28	➢ **সময়কাল:** ৩০ নভেম্বর - ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩। ➢ **স্থান:** Expo City, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত। ➢ **অংশগ্রহণকারী দেশ:** ১৯৭টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ➢ **সভাপতি**- সুলতান আহমেদ আল জাবের। ➢ **Slogan:** Together for Implementation **মূল নেগোসিয়েশনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল:** ১. জীবাশ্ম জ্বালানি সাশ্রয় ২. ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ মাত্রা Net Zero রাখা।
COP-29	➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** আজারবাইজান (২০২৪)
COP-30	➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** ব্রাজিল (২০২৫)
Stockholm+50	➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** স্টকহোম, সুইডেন । ➢ **তারিখ:** ২-৩ জুন, ২০২২। ➢ **উদ্দেশ্য:** ১৯৭২ সালের স্টকহোম সামিটের ৫০ বছর উদ্যাপনে অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ব জীববৈচিত্র্য সম্মেলন (২০২২)	➢ **CBD:** Convention on Biological Diversity. পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সুরক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি ➢ **অনুমোদিত হয়-** মন্ট্রিল, কানাডা (১৫তম বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে)

	➢ গৃহীত ও অনুমোদনের সময়- ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ➢ ১৫তম বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলন হয় ৭ -১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ➢ স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা- ১৯৬টি (১৯৫টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) [পরিবেশ ধ্বংসের বিপরীতে সবচেয়ে বড় চুক্তি] ➢ এই কনভেনশনের সদস্য না হলেও চুক্তিপত্র সমর্থন করেছে—যুক্তরাষ্ট্র ➢ **চুক্তি অনুসারে:** ১. ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ভূমি ও সমুদ্রের ৩০ শতাংশ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ধনী দেশগুলো জীববৈচিত্র সুরক্ষায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ২ হাজার কোটি ডলার এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি ডলার দেবে। ➢ **সবুজ উপনিবেশবাদ:** জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ জায়গা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভূমিদস্যুরা অনেকসময় সংরক্ষণ করার নামে এসকল জাতিগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করে, আর একেই বলা হয় "সবুজ উপনিবেশবাদ"।

Earth Summit

তম	সাল	স্থান	অন্য নাম
প্রথম	১৯৭২	রিওডিজেনারি, ব্রাজিল	ধরিত্রী সম্মেলন/ Earth Summit/ Rio Conference
দ্বিতীয়	২০০২	জোহানেসবার্গ, দ.আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ সমিট Earth Summit + 10/Rio + 10
তৃতীয়	২০১২	রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিল	Rio + 20
চতুর্থ	২০২২	স্টকহোম, সুইডেন	Stockholm + 50

টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন

বিষয়	আয়োজনের সাল	স্থান
টেকসই উন্নয়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়	১৯৭২	স্টকহোম সামিটে
টেকসই উন্নয়ন নিয়ে প্রথম সম্মেলন হয়	২০০২	জোহানেসবার্গ
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্মেলন হয়	২৫- ২৭- সেপ্টেম্বর, ২০১৫	নিউইয়র্কে

কনভেনশনের নাম	বিষয়বস্তু
রামসার কনভেনশন	➢ **লক্ষ্য:** জলাশয় ও জলাভূমি সংরক্ষণ ➢ **অনুষ্ঠানস্থল:** রামসার, ইরান ➢ **স্বাক্ষর:** ১৯৭১ ➢ **কার্যকর:** ১৯৭৫ ➢ **বাংলাদেশের রামসার সাইট:** ২টি। যথা- সুন্দরবন (১৯৯২) ও টাঙ্গুয়ার হাওর (২০০০)
ভিয়েনা কনভেনশন	➢ **পূর্ণ নাম:** Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. ➢ **লক্ষ্য:** ক্রমহ্রাসমান ওজোন স্তরের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ ➢ **স্থান:** ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া ➢ **গৃহীত হয়:** ২২ মার্চ, ১৯৮৫ ➢ **কার্যকর:** ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ➢ **বাংলাদেশ সমর্থন করে :** ০২ আগস্ট, ১৯৯০ **Note:** কনভেনশনটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।
বাসেল কনভেনশন	➢ **পূর্ণরূপ:** Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous wastes and their Disposal. ➢ **গৃহীত হয়:** ১৯৮৯ ➢ **কার্যকর হয়:** ১৯৯২ ➢ **স্থান:** বাসেল, সুইজারল্যান্ড ➢ **লক্ষ্য:** বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিমাণ ও বিষাক্ততা হ্রাস, বর্জ্য পরিবহণ করে সংশ্লিষ্ট দেশের সীমানার বাইরে, সমুদ্রে নিক্ষেপের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য উৎপাদনস্থলের যত নিকটে সম্ভব নিক্ষেপ ও নিষ্কাশনের ব্যাপারে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।
জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন (CBD)	➢ **পূর্ণ নাম:** Convention on Biological Diversity (CBD) ➢ **স্বাক্ষর:** ০৫ জুন, ১৯৯২ [রিও কনফারেন্সে] ➢ **কার্যকর:** ১৯৯৩ ➢ **স্বাক্ষরিত হয়:** রিওডিজেনেরিওতে ➢ **বাংলাদেশ অনুমোদন করে:** ১৯৯৪ **Note**: কনভেনশনটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ২০০০ সালে 'কার্টাগেনা প্রটোকল' এবং ২০১০ সালে 'নাগোয়া প্রটোকল' স্বাক্ষরিত হয়
UNFCCC	➢ **পূর্ণ নাম:** United Naitons Framework Convention on Climate Change. [**] ➢ **প্রস্তুত হয়:** ০৯ মে, ১৯৯২ (নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)

	➢ **স্বাক্ষর:** ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে [রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিলে] ➢ **কার্যকর:** ১৯৯৪ ➢ **বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে:** ১৯৯২ এবং **অনুমোদন করে:** ১৯৯৪ ➢ **মূল কাজ:** বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন (COP) আয়োজন ➢ **উদ্দেশ্য:** গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস ➢ **স্বাক্ষরকারী পক্ষ:** ১৯৮টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন [জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি+ ফিলিস্তিন+ ভ্যাটিকান (Holy See) + নিউ দ্বীপপুঞ্জ+ কুক দ্বীপপুঞ্জ+ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পরিবেশ চুক্তি/ প্রটোকল [Environment Treaties & Protocols

প্রটোকলের নাম	বিষয়বস্তু
মন্ট্রিল প্রটোকল	➢ লক্ষ্য: ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তু সামগ্রীর উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবহার বন্ধ করা ➢ অনুষ্ঠানস্থল: মন্ট্রিল, কানাডা ➢ স্বাক্ষর: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ➢ কার্যকর: ০১ জানুয়ারি, ১৯৮৯ ➢ বাংলাদেশ সমর্থন করে: ২ আগস্ট, ১৯৯০ ➢ সদস্য দেশ: ১৯৬টি + ইউরোপীয় ইউনিয়ন ➢ মোট সংশোধন হয়: ৫ বার (১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০১৬)
কিয়োটো প্রটোকল	➢ পূর্ণরূপ: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change ➢ স্বাক্ষর: ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ➢ স্থান: জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে ➢ লক্ষ্য: বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ১৯৯০ সালের স্তরকে ভিত্তি বছর ধরে নিয়ে উন্নত দেশগুলো তাদের ৬টি গ্রিনহাউস গ্যাসের যৌথ নিঃসরণ ৫.২% হ্রাস করবে ➢ সদস্য: ১৯২টি ➢ অন্তর্ভুক্ত নয়: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ সুদান ও অ্যান্ডোরা ➢ ত্যাগকারী দেশ: কানাডা (২০১২) ➢ মেয়াদ শেষ হয়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ ➢ প্রথম স্তরের মেয়াদ ছিল: ১৫ বছর [১৯৯৭ থেকে ২০১২] ➢ মেয়াদ বাড়ানো হয়: কাতারের দোহা বৈঠকে ২০১২ সালে [৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত] ➢ কিয়োটো প্রটোকল গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে i. Annex-I: শিল্পপ্রধান ৪২টি দেশ কে বুঝায়। এরা বেশি কার্বন নিঃসরণ করে। ii. Annex-II: উন্নয়নশীল ২৪টি দেশকে বুঝায় । অপেক্ষাকৃত কম কার্বন নিঃসরণকারী। iii. Non-Annex Countries (বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য যারা দায়ী নয় এমন দেশসমূহ)। ➢ শাস্তি: নির্ধারিত গ্যাস হ্রাস করতে না পারলে পরবর্তীতে তাকে ৩০% হ্রাস করতে হবে। ➢ Note: Carbon Trade এর ধারণা দেয়া হয় 'কিয়োটো প্রটোকলে' **Carbon Trade** ➢ বিষয়বস্তু: বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ যারা বেশি করে সে দেশগুলো অধিকতর কার্বন নিঃসরণের অধিকার লাভ করে এবং কম কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কার্বন অর্থের বিনিময়ে কিনবে। ➢ সূত্রপাত: ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে (১৯৯০) ৫.২% কমানোর সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। **Carbon Tax** ➢ প্রথম চালুকারী : ফিনল্যান্ড [১৯৯০ এর দশকে] ➢ মোট চালুকারী দেশ : ২৭ টি (EU সহ) ➢ এশিয়ার দেশগুলো হলো: দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর ও তাইয়ান ➢ ওশেনিয়ার দেশ : অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
কার্টাগেনা প্রটোকল	➢ অপর নাম : জৈব জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল ➢ স্বাক্ষর : ২০০০ ➢ কার্যকর : ২০০৩ ➢ বাংলাদেশ সাক্ষর করে : ২০০০ ➢ বাংলাদেশ অনুমোদন করে : ২০০৪ ➢ স্বাক্ষরিত হয় : মন্ট্রিল, কানাডা। ➢ Note : প্রটোকলটি ১১৯২ সালেকলম্বিয়ার কার্টাগেনা
নাগোয়া প্রটোকল	➢ লক্ষ্য : বন্য প্রাণী সংরক্ষন প্রটোকল ➢ স্বাক্ষর : ২০১০ ➢ কার্যকর : ২০১৪ ➢ স্বাক্ষরিত হয় : জাপানের নাগোয়ায় ➢ Note : প্রটোকলটি ১৯৯২ সালে Convention on Boilogocal Diversity বাস্তবায়নে স্বাক্ষরিত হয়।

জাতিসংঘের পরিবেশ সংস্থা [UN Environmental Organs]

UNEP	WMO
➢ **পরিচয়:** জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি ➢ **UNEP:** United Nations Environment Programme ➢ **গঠন:** ৫ জুন, ১৯৭২ গঠনের প্রেক্ষাপট: ১৯৭২ ➢ **সদর দপ্তর:** নাইরোবি, কেনিয়া ➢ **UNDG সদস্য হয়:** ১৯৯৭ সালে ।	➢ **পরিচয়:** জাতিসংঘের আবহাওয়া সংস্থা ➢ **WMO:** World Meteorological Organization. ➢ **গঠন:** ১৯৫০ ➢ **গঠনের প্রেক্ষাপট:** ১৯৪৭ সালের আবহাওয়া কনভেনশন ➢ **সদর দপ্তর:** জেনেভা ➢ **সদস্য:** ১৯৩ (১৮৭টি দেশ + ৬টি অঞ্চল/ রাজ্য]
Note: জাতিসংঘের ৭ম মহাসচিব কফি আনান ১৯৯৭ সালে ৩৩টি সংস্থা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে UN Development Group.	

IPCC

- **পরিচয়:** মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের নেটওয়ার্ক।
- **IPCC:** Inter-governmental Panel on Climate Change
- **গঠন:** ১৯৮৮
- **গঠনকারী:** UNEP ও WMO
- **সদস্য:** ১৯৫
- **সদর দপ্তর:** জেনেভায় অবস্থিত WMO ভবনে ।
- **মূল কাজ:** কয়েকশ বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রভাব নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা ।
- **নোবেল শান্তি লাভ:** ২০০৭ [তখন প্রধান ছিলেন সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল ঘোর]।
- **বর্তমান প্রধান:** দক্ষিণ কোরিয়ার হোয়েসাং লি ।

GCF	GEF
➢ **পরিচয়:** জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ➢ **GCF**: Green Climate Fund ➢ **গঠন:** ২০১০ ➢ **প্রতিষ্ঠাতা**: UNFCCC ➢ **সদর দপ্তর:** সংদু, ইনচিয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ➢ **পরিচালনা বোডের সদস্য:** ২৪ জন	➢ **পরিচয়:** বৈশ্বিক পরিবেশ নেটওয়ার্ক ➢ **GEF:** Global Environment Facility ➢ **গঠন:** ১৯৯২ ➢ **গঠনের প্রেক্ষাপট:** ১৯৯২ সালের রিও কনফারেন্স ➢ **সদর দপ্তর:** ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র। ➢ **মূল কাজ:** অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান ও গ্রহণ
GCF থেকে বাংলাদেশ ২৫০ মিলিয়ন ডলার বা ২৫ কোটি ডলারের একটি প্রকল্প সহায়তা পেয়েছে।	

বেসরকারি পরিবেশ সংস্থা [Environmental INGOs]

Greenpeace

- **পরিচয়:** নেদারল্যান্ডসভিত্তিক পরিবেশ সংস্থা।
- **প্রতিষ্ঠা:** ১৯৭১, ভ্যানকুভার, কানাডা ।
- **সদর দপ্তর:** আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস ।
- **অফিস আছে:** ৫৫টি দেশে
- **পূর্ব নাম:** Don't make a Wave Committee (১৯৬৯-১৯৭২)
- **প্রতিষ্ঠাতা:** প্যাট্রিক মোরে, রবার্ট হান্টার, ডেভিড ম্যাকট্যাগার্ড ও আরো অনেকে
- **গ্রিনপিসের জাহাজের নাম:** রেইনবো ওয়ারিয়র
- **বাংলাদেশে রেইনবো ওয়ারিয়রের নাম:** রংধনু

IUCN	WWF
➢ **পরিচয়:** প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে বেসরকারি সংস্থা ➢ **IUCN**: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ➢ **গঠন:** ১৯৪৮ [ফ্রান্স] ➢ **গঠনের প্রেক্ষাপট:** ১৯৪৭ সালের আবহাওয়া কনভেনশন' ➢ **সদর দপ্তর:** গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড	➢ **পরিচয়:** প্রকৃতি সংরক্ষণে বেসরকারি ফাউন্ডেশন ➢ WWF: Worldwide Fund for Nature ➢ **গঠন:** ১৯৬১ ➢ **পূর্ব নাম:** World Wildlife Fund ➢ **সদর দপ্তর:** গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড

EEA

- **পূর্ণরূপ:** European Environment Agency
- **চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়:** ১৯৯০ সালে
- **সদর দপ্তর:** কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।

Fridays for Future

- **পরিচয়:** স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহে ১ দিনের পরিবেশ কর্মসূচি
- **সূচনা করেন:** ১৬ বছরের সুইডিশ কিশোরি গ্রেটা থানবার্গ (পরিবেশ কন্যা)

Green Belt Movement

- **পরিচয়:** পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা
- **প্রতিষ্ঠা:** ১৯৭৭ সালে
- **প্রতিষ্ঠাতা:** ২০০৪ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী পরিবেশ আন্দোলনকর্মী ওয়াঙ্গেরি মাথাই
- **প্রধান কাজ:** নারী কর্মীদের দ্বারা বৃক্ষরোপণ, খাদ্য উৎপাদন ও মৌমাছি আহরণ
- **সদর দপ্তর:** নাইরোবি, কেনিয়া

Earth Hour

- **পরিচয়:** পরিবেশ দূষণ রোধে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরে ১ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ রাখার কর্মসূচি
- **আয়োজক:** পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা World Wide Fund for Nature (WWF)
- **প্রথম আয়োজন:** অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ২০০৭ সালে
- **সময়:** রাত ৮: ৩০ মিনিট থেকে ৯:৩০ মিনিট
- **প্রতিবছর আয়োজন করা হয়:** মার্চ মাসের শেষ শনিবার

Earth Watch	Word Watch
❖ **পরিচয়:** পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ❖ **প্রতিষ্ঠা:** ১৯৭১ ❖ **সদর দপ্তর:** বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র ❖ **প্রতিষ্ঠাতা:** মহাকাশযান প্রকৌশলী রবার্ট.এ.সাইট্রন	❖ **পরিচয়:** ওয়াশিংটন ভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা ❖ **প্রতিষ্ঠা:** ১৯৭৪ সালে ❖ **সদর দপ্তর:** ওয়াশিংটন ডিসি

Germanwatch

- **পরিচয়:** শিল্পোন্নত উত্তরের দেশগুলোর সাথে অনুন্নত দক্ষিণের দেশগুলোর সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক বেসরকারি পরিবেশ ও বাণিজ্য সংস্থা।
- **প্রতিষ্ঠা:** ১৯৯১ সালে
- **সদর দপ্তর:** বন, জার্মানি
- **লক্ষ্য:** বৈশ্বিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জীবিকা সংরক্ষণ
- **গৃহীত উদ্যোগ:** প্রতিবছর "বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক" প্রকাশ করে

বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক- ২০২১

[২০১৯ এবং (২০০০ থেকে ২০১৯) পর্যন্ত জলবায়ুগত বিপর্যয়ের বিবেচনায়]

র‍্যাঙ্কিং	দেশের নাম (২০১৯)	দেশের নাম (২০০০-২০১৯)
প্রথম	মোজাম্বিক	পুয়ের্তোরিকো
দ্বিতীয়	জিম্বাবুয়ে	মিয়ানমার
	বাংলাদেশ (১৩তম)	বাংলাদেশ (৭ম)

পরিবেশ বিষয়ক ধারণা

- **গ্লোবাল জিরো:** ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্তকরণ কর্মসূচি'। চালু হয়- ২০০৮ সালে।
- **গ্রিন সার্টিফিকেট:** কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসের লক্ষ্যে ডেনমার্কে প্রবর্তিত হয়।
- **গ্রিন পার্টি:** রাজনৈতিক দল। নিউজিল্যান্ডের ভ্যালুস পার্টিকে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলা হয়।
- **গ্রিন ব্যাংকিং:** কাগজবিহীন ব্যাংকিং কার্যক্রম।
- **প্রতিবেশ (Ecology):** জীবের সাথে পরিবেশের সম্পর্কই প্রতিবেশ। এর দ্বারা প্রাণিজগতের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের উপায় নির্দেশ করে। 'Ecology' গ্রিক ভাষার শব্দ। এই শব্দটি সর্বপ্রথম জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল (Ernest Haeckle) ১৮৬৬ সালে ব্যবহার করেন ।
- **Dirty Dozen:** ১২টি মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিককে বলা হয় Dirty Dozen. এর মধ্যে আছে ক্যাম্ফরুর (টাস্কাফিন), ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডিন্টেকর্ম, ডিডিটি, ডাইক্রোমো-ক্লোরোপ্রোপেন, এলড্রিন, ডাইওলড্রিন, এনড্রিন, লিনডেন, ইথাইল, প্যারাহিয়ন, প্যারাকোয়ার্ট ও পেন্টা ক্লোরো ফেনল। এর সবগুলোই খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। এভাবে এগুলো বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণীকে ব্যাধিগ্রস্ত করে।
- **অভিযোজন (Adaptation):** অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে (জলবায়ু পরিবর্তন) খাপ খাওয়ানো।
- গাছ কাটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে- নরওয়ে

E-8

- **পরিচয়:** পরিবেশ দূষণকারী ৭টি দেশ ও ১টি সংস্থাকে একত্রে E - 8 বলা হয়।
- **দেশসমূহ:** ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা (ব্রিক্স ভুক্ত ৫ দেশ), যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইইউ

Note: এই ৮টি দেশ বিশ্ব গ্রিনহাউস গ্যাসের ৭০% নির্গত করে।

লা নিনা (La- nina)	
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যপূর্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা । সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে শীতল হওয়াকে লা নিনা বলে ।	প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গরম পানির পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে অবস্থানগত পরিবর্তনকে এল নিনো বলে।
লা- নিনা প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে A Cool Episode গঠন করে।	এল-নিনো মধ্য ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে AWarm Episode গঠন করে।

Annex-1	AOSSIS
• UNFCCC এর তথ্য মতে, শিল্পপ্রধান দেশকে বলা হয়- Annex-1 এসব দেশ কার্বন নিঃসরণ করে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়। • 2009 সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে (COP-15) বলা হয়, ANNEX-1 দেশগুলো কার্বণ নিঃসরণ করার কারণে জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার এমন দেশগুলোকে তাদের জিডিপির ০.৭% ক্ষতিপূরণ দিবে। • চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ব্রাজিল COP-15 এর শর্তের বিরোধিতা করে।	• **পরিচয় :** দ্বীপ ও উপকূলীয় দেশের জোট। • **পূর্ণরূপ :** Allainve of yhr Small Island States. • এসব দেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। • **প্রতিষ্ঠা :** জাতিসংঘ ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করে। • **সদস্য :** ৩৯ টি দেশ • **পর্যবেক্ষক : ৫ টি** ১. আমেরিকান সামোয়া ২. গুয়াম ৩. নেদারল্যান্ড আনটিলিস ৪. পুয়ের্তে রিকো ৫. ভার্জিন আইল্যান্ড • বর্তমান সভাপতি- সামোয়া ।

গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ

গ্যাস	শতকরা হার(%)	গ্যাস	শতকরা হার(%)
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	৪৯%	গ্যাস	০৬%
মিথেন (CH_4)	১৮%	জলীয়বাষ্প বা অন্যান্য	১৩%
ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC)	১৪%		

⇒ **গ্রিনহাউজ গ্যাসের ফলাফল :** বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

⇒ **তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রভাব :** বৈশ্বিক তাপমাতা বৃদ্ধি পেলে এন্টার্কটিকার জমে থাকা বরফ গলতে থাকবে এর ফলে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বেড়ে যাবে। জাতিসংঘের তথ্যমতে, আগামি ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়বে এবং বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে।

☐ **গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের উৎসসমূহ :**
বিদ্যুৎ ও তাপ-৩০.৪%, কৃষি-১৮.৩%, পরিবহন-১৫.৯%, শিল্পায়ন-৫.৬%, বর্জ্য-৩.২%, অন্যান্য-২৬.৭%

বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর

১. কোন তারিখে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হয়? [৩০, ২৬, ১১তম বিসিএস]
ক. ৫ জুলাই খ. ২১ মার্চ গ. ৫ জুন ঘ. ২১ জুন উ: গ

২. গ্রিনহাউজ ইফেক্টের জন্য বাংলাদেশে কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে? [২৬, ১৯তম বিসিএস]
ক. বৃষ্টিপাত কমে যাবে খ. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে
গ. ক্রমশ উত্তাপ বেড়ে যাবে ঘ. নিম্নভূমি ডুবে যাবে উ: ঘ

৩. গ্রীনপিস (Green Peace) কোন দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ? [২৬তম বিসিএস]
ক. হল্যান্ড খ. পোল্যান্ড গ. ফিনল্যান্ড ঘ. নিউজিল্যান্ড উ: ক

৪. ধরিত্রী অনুষ্ঠান কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়? [২১তম বিসিএস]
ক. জেনেভা খ. রিওডি জেনেরিও গ. মেক্সিকো সিটি ঘ. নিউইয়র্ক উ: খ

৫. ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য মূলত কোন গ্যাস দায়ী? [১৯তম বিসিএস]
ক. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন খ. কার্বন মনোক্সাইড গ. কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘ. মিথেন উ: ক

৬. রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত 'ধরিত্রী সম্মেলন' এ কত দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল? [১৫তম বিসিএস]
ক. ১৫০ খ. ১৫৬ গ. ১৭৮ ঘ. ১৭৯ উ: ঘ

৭. বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস প্রতিপালিত হয় প্রতি বছরের - [১৭তম বিসিএস]
ক. ৩১ জানুয়ারি খ. ৩১ মার্চ গ. ৩০ এপ্রিল ঘ. ৩১ মে উ: ঘ

৮. প্রতি বছর অক্টোবর মাসের কোন দিন বিশ্ব প্রতিবেশ দিবস (World Habitat Day) পালিত হয়ে থাকে? [১৪তম বিসিএস]
ক. প্রথম সোমবার খ. দ্বিতীয় সোমবার গ. তৃতীয় সোমবার ঘ. চতুর্থ সোমবার উ: ক

৯. প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থার প্রথম অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক. জাপানের নাগাসাকিতে খ. অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় গ. রাশিয়ার আশখাবাদে ঘ. ফ্রান্সের ফন্টেইনব্লিউতে উ: ঘ

১০. গ্রিন হাউজ গ্যাসের কোন গ্যাস বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে না? [৪৫তম বিসিএস]
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইউ খ. মিথেন গ. সিএফসি ঘ. নাইট্রাস অক্সাইড উ: গ

১১. বিশ্বব্যাপি নিচের কোন অর্থনৈতিক খাত থেকে সবচাইতে বেশি গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গত হয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক. পরিবহন খ. বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন গ. ভবন নির্মাণ ঘ. শিল্প উ: খ

১২. কখন এবং কোথায় Internatoinal Union for Conservation of Nature (IUCN) প্রতিষ্ঠিত হয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৮ সালে, ফ্রান্স খ. ১৯৪৯ সালে, সুইজারল্যান্ড গ. ১৯৬১ সালে, রোম ঘ. ১৯৫২ সালে, লন্ডন উ: ক

১৩. COP-27 এ COP মানে কী? [৪৪তম বিসিএস]
ক. কনফারেন্স অব প্যারিস খ. কনফারেন্স অব দ্যা পাওয়ার গ. কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস ঘ. কনফারেন্স অব দ্য প্রটোক উ: গ

১৪. United Nations Frame Convention on Climate change এর মূল আলোচ্য বিষয়- [৪৩তম বিসিএস]
ক. জীবাশ্ব জ্বলানীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ খ. গ্রিন হাউজ গ্যাসের নি:সরণ ও প্রশমন
গ. সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘ. বৈশ্বিক মরুকরণ প্রকিয়া এবং বনায়ন উ: খ

১৫. **IUCN এর কাজ হলো বিশ্বব্যাপী -** [৪২তম বিসিএস]
ক. পানি সম্পদ রক্ষা করা খ. সন্ত্রাস দমন করা গ. প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা ঘ. পরিবেশ দূষণ রোধ করা উ: গ

১৬. **কার্টাগেনা প্রটোকল কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?** [৪২তম বিসিএস]
ক. ২০০৩ সালে খ. ২০০১ সালে গ. ২০০৩ সালে ঘ. ২০০৫ সালে উ: ক

১৭. **গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি "The Kyoto Protocol"কত সালে গৃহীত হয়?** [৪২তম বিসিএস]
ক. ১৯৯৭ সালে খ. ১৯৯৯ সালে গ. ২০০৩ সালে ঘ. ২০০৪ সালে উ: ক

১৮. **V20 গ্রুপ কিসের সাথে সম্পর্কিত?** [৪০তম বিসিএস]
ক. কৃষি উন্নয়ন খ. দারিদ্র বিমোচন গ. জলবায়ু পরিবর্তন ঘ. বিনিয়োগ উ: গ

১৯. **ক্রমহাসমান হারে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি কোন চুক্তিতে বলা হয়েছে ?** [৩৮তম বিসিএস]
ক. মন্ট্রিল প্রটোকল খ. সিএফসি চুক্তি গ. ICC চুক্তি ঘ. কোনটিই নয় উ: ক

২০. **২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১ এ কত সংখ্যক জাতি অংশগ্রহণ করেছিল?** [৩৮তম বিসিএস]
ক. ১৯৩ খ. ১৬৮ গ. ১৯৯ ঘ. ১৯৬ উ: ঘ

২১. **নিচের কোন ভৌগোলিক এলাকাটি রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত?** [৩৮তম বিসিএস]
ক. রামসাগর খ. বগালেইক গ. টাঙ্গুয়ার হাওর ঘ. কাপ্তাই হ্রদ উ: গ

২২. **নিম্নের কোনটি গ্রিনহাউজ গ্যাস নয়?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. নাইট্রাস অক্সাইড খ. কার্বন ডাই অক্সাইড গ. অক্সিজেন ঘ. মিথেন উ: গ

২৩. **জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (WMO) এর মিলিত উদ্যেগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে-** [৩৭তম বিসিএস]
ক. IPCC খ. COP-২১ গ. Green Peace ঘ. Sierra Club উ: ক

২৪. **গ্রীনপিস যাত্রা শুরু করে ?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৫ খ. ২০১১ গ. ২০১৩ ঘ. ১৯৭১ উ: ঘ

২৫. **নিম্নলিখিত কোনটি International Mother Earth day?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. ১৮ এপ্রিল খ. ২০ এপ্রিল গ. ২২ এপ্রিল ঘ. ২৪ এপ্রিল উ: গ

২৬. **বিশ্ব প্রাণী দিবস হচ্ছে-** [৩৫তম বিসিএস]
ক. ৪ অক্টোবর খ. ২৯ জুন গ. ২৩ অক্টোবর ঘ. ১১ ফেব্রুয়ারি উ: ক

২৭. **কার্টাগেনা প্রটোকল হচ্ছে -** [৩৫, ২৫তম বিসিএস]
ক. জাতিসংঘের যুদ্ধ মোকাবিলা সংক্রান্ত চুক্তি খ. জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক চুক্তি
গ. জাতিসংঘের নারী অধিকার বিষয়ক চুক্তি ঘ. জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি উ: ঘ

২৮. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Green Climate Fund বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কী পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. ৮০ বিলিয়ন ডলার খ. ১০০ বিলিয়ন ডলার গ. ১৫০ বিলিয়ন ডলার ঘ. ২০০ বিলিয়ন ডলার উ: খ

২৯. **জলবায়ু পরিবর্তনে হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য কোন দেশটি সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছিল?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. ফিজি খ. গুয়াম গ. পাপুয়া নিউগিনি ঘ. মালদ্বীপ উ: ঘ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. **পরিবেশ ও জীবদের সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যাকে কী বলে?**
ক. বায়োলজি খ. সোসিওলোজি গ. এনবায়রনমেন্ট ঘ. ইকোলজি উ: ঘ

২. **জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সম্মেলন কপ-১৫ অনুষ্ঠিত হয় -**
ক. কানাডায় খ. জেনেভায় গ. কাতারে ঘ. মালয়েশিয়াতে উ: ক

৩. **Cop-28 কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?**
ক. চীন খ. আরব আমিরাত গ. মিশর ঘ. চিলি উ: খ

৪. **কোন ঘটনার কারণে ধরিত্রী দিবসের সূচনা হয়?**
ক. ব্যাপক তেল নি:সরণ খ. জলবায়ু পরিবর্তন গ. ব্যাপক বায়ু দূষণ ঘ. পারমাণবিক বিস্ফোরন উ: ক

৫. **জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?**
ক. নিউইয়র্ক খ. স্টকহোম গ. বেইজিং ঘ. রিও ডি জেনিরো উ: খ

৬. **এরজন্ডা- ২১ কোন বিশ্ব সংস্থা গ্রহণ করে?**
ক. UN খ. Word Bank গ. ADB ঘ. WTO উ: ক

৭. **'কপ-২১' সম্মেলন কিসের সাথে সম্পর্কিত?**
ক. বিশ্ব পরিবেশ পরিবর্তন (Global Climate Change) খ. বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ (Global Terrorisom)
গ. দারিদ্র্য বিমোচন (Poverty Alleviation) ঘ. নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) উ: ক

৮. **প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর দেয়?**
ক. ২১ এপ্রিল ২০১৫ খ. ২১ এপ্রিল ২০১৬ গ. ২২ এপ্রিল ২০১৫ ঘ. ২২ এপ্রিল ২০১৬ উ: ঘ

৯. **২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা শিল্পযুগের তুলনায় কত ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির রোধ করতে সম্মত হয়?**
ক. ১.০ খ. ১.৫ গ. ২.০ ঘ. ২.৫ উ: গ

১০. **১৯৯৫ সালে ১ম COP সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোন শহরে?**
ক. ফ্রান্সের প্যারিস খ. জার্মানির বার্লিন গ. যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো ঘ. নেদারল্যান্ডের হেগ উ: খ

১১. **'এজেন্ডা -২১ ' কোন সম্মেলনের মাধ্যমে চালু হয়?**
ক. লন্ডন সামিট খ. জোহানেসবার্গ সামিট গ. রিও কনফারেন্স ১৯৯২ ঘ. রিও + ২০ উ: গ

১২. **দ্বিতীয় ধরিত্রি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?**
ক. রিও,২০১২ খ. জোহান্সবার্গে, ২০০২ গ. কিয়োটো, ১৯৯৭ ঘ. রিও, ১৯৯২ উ: খ

১৩. **Earth Summit + ৫ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোথায়?**
ক. রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিল খ. জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা গ. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বেইজিং, চীন উ: গ

১৪. **'মানব পরিবেশ সম্মেলন (UNCHE) কোনটি?**
ক. কোপেন হেগেন, ২০০৯ খ. রিওডিজেনেরিও, ২০১২ গ. রিও ডিজেনেরিও, ২০০২ ঘ. স্টকহোম, ১৯৭২ উ: ঘ

১৫. **কপ-২১ এ অংশগ্রহণকারী একমাত্র সংস্থা কোনটি?**
ক. গ্রিনপিস খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ. UNEP ঘ. World Watch উ: খ

১৬. **Paris Agreement কোন ধরনের চুক্তি?**
ক. মহামারি নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত খ. জলবায়ু সংক্রান্ত
গ. আন্তর্জাতিক টিকা উৎপাদন সংক্রান্ত ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

১৭. **'জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক' চুক্তি কোনটি?**
ক. শেনজেন খ. কার্টাগেনা গ. কায়রো চুক্তি ঘ. তাসখন্দ চুক্তি উ: খ

১৮. **পরিবেশ বিষয়ক 'Kyoto Protocol' কোন দেশে স্বাক্ষরিত হয়?**
ক. জাপান খ. রাশিয়া গ. ভারত ঘ. বাংলাদেশ উ: ক

১৯. **গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন-হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি কোনটি?**
ক. ব্যাসল কনভেনশন খ. কার্টাগোন প্রটোকল গ. মন্ট্রিল প্রটোকল ঘ. কিয়োটা প্রটোকল উ: ঘ

২০. **কিয়োটা চুক্তির গুরুত্বের বিষয় কী ছিল?**
ক. জনসংখ্যা হ্রাস খ. দারিদ্র হ্রাস গ. নিরস্ত্রীকরণ ঘ. বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস উ: ঘ

২১. **কোন দেশটি কিয়োটা প্রটোকল থেকে নিজেকে প্রটোকল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে?**
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা গ. ফ্রান্স ঘ. যুক্তরাজ্য উ: খ

২২. **১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত মন্ট্রিল প্রটোকলের বিষয়বস্তু ছিল?**
ক. পরমাণু খ. পরিবেশ গ. বাণিজ্য ঘ. নিরস্ত্রীকরণ উ: খ

২৩. **'মন্ট্রিল প্রটোকল' যার সঙ্গে সম্পর্কিত?**
ক. সাদা বাঘ খ. ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ. পানি দূষণ ঘ. ভূমিক্ষয় উ: খ

২৪. **What is the got of goal Kyoto Protocol?/ কিয়োটা প্রটোকল এর লক্ষ্য কী?**
ক. To Reduce Congestion খ. To Reduce the Emission of CO_2
গ. To Reduce te Emmission of Led ঘ. To Reduce the Emmission of Light Emitting Diode উ: খ

২৫. **ওয়ার্ল্ডওয়াচ কী ?**
ক. পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি খ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সময় পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা
গ. ওয়াশিংটনভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা ঘ. কোনটিই নয় উ: গ.

২৬. **ওয়াশিংটন ভিত্তিক 'W.R.I'কী ?**
ক. জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি খ. জাতিসংঘের পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মসূচি
গ. প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ঘ. বন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান উ: গ

২৭. **'ভ্যাস্কুভার' কোথায় অবস্থিত/ 'ভাস্কুভ্যার কোন দেশের সমুদ্র বন্দর?**
ক. জার্মানি খ. কানাডা গ. স্পেন ঘ. রাশিয়া উ: খ

২৮. **Greenpeace এর সদর দপ্তর কোথায়?**
ক. London খ. Paris গ. Geneva ঘ. Amsterdam উ: ঘ

২৯. **'গ্রিনপিস' কোন দেশের পরিবেশাদী গ্রুপ?**
ক. সুইজারল্যান্ড খ. নিউজিল্যান্ড গ. নেদারল্যান্ডস ঘ. যুক্তরাজ্য উ: গ

৩০. **বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত রেকর্ড সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?**
ক. ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস খ. ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস গ. ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘ. ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উ: ক

৩১. **Which country has highest energy consumotion per capita in the world?**
ক. USA খ. Iceland গ. Saudi Arabia ঘ. UK উ: খ

৩২. **কোনটি গ্রিনহাউজ ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক?**
ক. সিএনজি খ. নিওন গ. হিলিয়াম ঘ. সিএফসি উ: ঘ

৩৩. **Chlorofluorocarbons আবিষ্কার করেন?**
ক. Prof.A.Salam খ. Prof . A Einstein গ. Prof . T. Misgley ঘ. Prof . M . Calvin উ: গ

৩৪. **'ই-৮ কী ?**
ক. ৮ টি গরিব দেশ খ. ৮ টি ধনী দেশ গ. ৮ টি পরিবেশ দূষণকারী দেশ ঘ. ৮টি শিল্পোনত দেশ উ: গ

৩৫. **গ্রিনহাউজ প্রভাব (Greenhousse Effect) এর পরিণতি কী?**
ক. তাপমাত্রা বৃদ্ধি খ. সবুজ হাছের বনায়ন গ. পানির তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া ঘ. মরুকরণ উ: ক

৩৬. **যে গ্রুপের সবগুলো অণুই গ্রিনহাউজ গ্যাস?**
ক. CO_2, N_2, O_2 খ. CO_2, H_2O, CH_4 গ. N_2, H_2O, CH ঘ. CO_2, N_2, CH_4 উ: খ

৩৭. **নিচের গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর কোনটির অবদান বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা সংরক্ষণে সর্বাধিক?**
ক. জলীয় বাষ্প খ. কার্বন ডাই অক্সাইড গ. মিথেন ঘ. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন উ: খ

৩৮. বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির প্রধান কারন কী ?
ক. গাছপালা কমে যাওয়া খ. ভূ-পৃষ্ঠের কার্বনেট শিলার ভাঙ্গ গ. যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘ. ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উ: ক

৩৯. ওজোনের রং কী?
ক. গাঢ় সবুজ খ. গাঢ় নীল গ. হলদে বেগুনি ঘ. ধবধবে সাদা উ: খ

৪০. ওজোন স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কোন গ্যাস?
ক. হাইড্রোজেন সালফাইড খ. ক্লোরিন গ. ফ্লোরিন ঘ. ব্রোমিন উ: খ

৪১. সি. এন . জি (CNG) কী?
ক. সম্প্রসারিত প্রাকৃতিক গ্যাস খ. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস গ. সংকুচিত বিউটেন গ্যাস ঘ. এক ধরনের ক্রিচক্রযান উ: খ

৪২. জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ান অব দি আর্থ' খোতাবপ্রাপ্ত কে?
ক. থেরেসা মে খ. অ্যাঞ্জেলা মার্কেল গ. হিলারি ক্লিনটন ঘ. শেখ হাসিনা-২০১৫ উ: ঘ

৪৩. 'Green House'কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৯৬ খ. ১৮৯৬ গ. ১৮৯০ ঘ. ১৯৫০ উ: খ

৪৪. Which power plant is environment friendly?
ক. Nuclear power plant খ. Gas power plant গ. Oil Power plant ঘ. Solar energy উ: ক

৪৫. কোনটি গ্রিন হাউজ গ্যাস নয়?
ক. CO_2 খ. CH_4 গ. NO_2 ঘ. N_2 উ: ঘ

৪৬. ওজোনস্তর পৃথিবীকে নিচের কোন রশ্মি থেকে রক্ষা করে?
ক. এক্স রে খ. গামা রশ্মি গ. অতি বেগুনি রশ্মি ঘ. বিটা রশ্মি উ: গ

৪৭. কোন গ্যাসটি ওজোন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে?
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড খ. হাইড্রোজেন সালফাইড গ. ব্রোমিন ঘ. ক্লোরো ফ্লোরা কার্বন উ: ঘ

৪৮. কোনটি গ্রিনহাউজ ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক?
ক. সি. এফ. সি খ. সি. এন. জি গ. নিওন ঘ. হিলিয়াম উ: ক

৪৯. কোনটি গ্রিনহাউজ গ্যাস?
ক. নাইট্রাস অক্সাইড খ. মিথেন গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘ. সবগুলো উ: ঘ

৫০. আর্কটিক এর বরফ গলে যাবার কারন-
ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা খ. প্রলম্বিত গ্রীষ্মকাল গ. ভূমিকম্প ঘ. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত উ: ক

৫১. পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাকারী কে?
ক. হেনরি ডেভিড হিরো খ. ম্যাকিয়াভেলি গ. অ্যাডাম স্মিথ ঘ. পি. স্যামুয়েলসন উ: ক

৫২. কোন দেশে সবচেয়ে বেশি গাছ রয়েছে?
ক. ব্রাজিল খ. রাশিয়া গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. কানাডা উ: খ

৫৩. 'মিস আর্থ' প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য কী?
ক. নারী সচেতনতা বৃদ্ধি খ. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি গ. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ঘ. পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি উ: ঘ

৫৪. 'Friday for future' কোন বিষয়ক আন্দোলন?
ক. ভাষা রক্ষা খ. পরিবেশবাদী গ. সাংস্কৃতিক ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

৫৫. যে দেশের জলবায়ু- সংক্রান্ত আইন প্রথম প্রণীত হয়েছিল?
ক. কানাডায় খ. ভারত গ. ফ্রান্স ঘ. অস্ট্রেলিয়া উ: ক

৫৬. পরিবেশ সুরক্ষায় প্রথম কোন দেশ সূচক চালু করে?
ক. বাংলাদেশ খ. চীন গ. ভারত ঘ. ফিলিপাইন উ: গ

৫৭. WWF ও IUCN এর সদর দপ্তর -
ক. বিশবেক খ. জেনেভা গ. গ্ল্যান্ড, সুইজাল্যান্ড ঘ. ওয়াশিংটন উ: গ

৫৮. জলবায়ু ঝুঁকি সূচক প্রকাশ করে কোন সংস্থা ?
ক. ওয়াচডগ ফাউন্ডেশন খ. দ্য আর্থ গ. আর্থওয়াচ ঘ. জার্মানওয়াচ উ: ঘ

৫৯. অভিযোজন-
ক. প্রতিবেশ খ. পরিবর্তনের প্রভাব গ. খাপ খাওয়ানো ঘ. তাপমাত্রার প্রভাব উ: গ

৬০. বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয়-
ক. ১ জানুয়ারি ২০০২ খ. ১ আগস্ট ২০০২ গ. ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ ঘ. ১ অক্টোবর ২০০২ উ: ক

৬১. পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী তিনটি দেশ-
ক. চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত খ. চীন, কানাডা ও ভারত গ. চীন , রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ভারত, রাশিয়া ও চীন উ: ক

৬২. গ্রিন হাউজ গ্যাসের সাথে অভিযোজন এবং জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত চুক্তি কোনটি?
ক. মন্ট্রিল প্রটোকল খ. কার্টাগোনা প্রটোকল গ. কিয়োটা প্রটোকল ঘ. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি উ: ঘ

৬৩. লা নিনা কোন ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা কী বুঝায়?
ক. গ্রিক, ক্ষরা ও ঘুর্ণিঝড় খ. স্প্যানিশ, শৈত্যপ্রবাহ
গ. স্পেনীয় ও প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা ঘ. মালয়েশীয়, বিপদ সংকেত উ: খ

৬৪. Asian Development Bank এর মতে, বৈশিক উষ্ণাতার ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
ক. ৫০ কোটি খ. ১০০ কোটি গ. ১৫০ কোটি ঘ. ২০০ কোটি উ: গ